Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 91 – 101
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

রবীন্দ্র-গল্প ও জীবনে আলোকিত নারী

ড. নবনীতা বসু হক
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
চিত্তরঞ্জন কলেজ, কলকাতা
Email ID : nabaneetalekhak@gmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Rabindranath's, short story, Enlightened, women. Politics and Women.

Abstract

Chapter: 1
Introduction:
In Tagore's short stories, Rabindranath identified the direction of the light of the woman who was close to Rabindranath or the touch of the enlightened woman in Rabindranath's family at an early age. He clarified the role of women directly in the source of some story. Keeping this in mind, the research paper was divided into several parts.

Chapter: 2
In his family the elder brother's wofe or wife of Rabridra, Mrinalini comes and gets educated at home or school. He also saw Saraladevi going to work for the first time in Rabindranath's family. Later, the female teacher is seen... Leela Majumdar is one of them.

Educated women : Some aspects of this stage :
A. little educated women in Rabindranath's stories are seen in the Postmaster, Ekratri, Samapti, Haimanti, Payala Nombor.
B. Highly Educated Women – The highly educated women in Rabindranath's story attend college. Some of them have achieved great results. These stories are: Adhyapak, Patra o Patri, Namanju Golpo.
C. The Educational Job – Three stories discussed in this episode: Aparichita, Progotisanhar, Ses Purosksr.

Chapter: 3
Politics and Women - Women have participated in political activities in various ways in subjugated India. Niece Sarala Devi directly stepped into the arena of politics. Again Santiniketan former Mamata Dasgupta sheltered the anarchist. They have influenced the story. Breakdown of this episode-

A. Supporter of a single protesting hero-in the story 'Megh O Raudra'.

B. Women on behalf of Swadeshi – Women in the story of 'Rajtika'.
C. The story of 'Badnam' sheltered the revolutionaries.
D. Amiya in 'Namanjur Golpo' is directly related to politics.

Chapter: 4

In Rabindr's family female writer, editor was born. As Swarnakumari or Mejbouthakurani Gnanda got companionship, On the other hand, women writers have appeared in his stories in different ways. For example-

A. Collectors of writing-'Khata' s Uma has collected songs of Vaishnavi.
B. Essay writing and women editor- In 'Nastanir' Charu is also sitting in the role of editor.
C. Poet and Storyteller - Nirjharini of 'Darpaharana'.
D. Mrinal's also a poet in 'Stir Patra'. But her creativity did not known in her husband's house.

Chapter: 5

Rabindranath saw the love of insects of Bela and Mira loved gardening. They are Rabindra's daughter. Again, the Hindu and Muslim problem worried him. The stories of this episode can therefore be called a light example of humanity. The three stories are-

A. In the life-saving of the pig Jayakali of 'Unrighteous entry' is active.
B. Prakriti Associates - Aunti of 'Balai'.
C. Kamala in 'Musalmanir Golpo" saves life by marrying and converting Own and cousin's daughter.

Chapter: 6

Bengali Women in Science Contributors - Featured in Rabindranath's three stories. Jagdish Chandra Bose's wife Abala Bose was Rabindranath's idol. Rabindra's Biographer Prabhatkumar's niece Katyayani's husband was a chemical engineer and also a foundation of Jadavpur. Let's look at the discounts of this life.

A. Scientist becomes grandfather's co-worker, 'Seskatha"s Achira.
B. Abhik's engineering studies takes money from Biva in 'Ravibar' story.
C. The science laboratory keeper Sohini save the 'laboratory'.

Chapter: 7

Conclusion: Enlightenment women's in Rabindra's family is imprinted in his story, life is illuminated in also by his story.

Discussion

ভূমিকা : এক আলোক পৃথিবীর সন্ধানে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প পাঠে নারীর বিবিধ রূপ পরিলক্ষিত হয়। নারীর প্রতিবাদ ও পথনির্দেশ বেশ কিছু গল্পে ধরা পড়ে। অন্যদিকে স্বল্প বা উচ্চ শিক্ষিতা নারী, রাজনীতির স্পর্শধন্যা, মানবতার উদার মূর্তি, লেখিকা নারী কিংবা বিজ্ঞানীর সান্নিধ্য পাওয়া নারী এসেছেন পরিবার বা পরিবারের গণ্ডি ছাপিয়ে - রবীন্দ্রজীবনে। জীবন সান্নিধ্যে আসা নারীরা রেখেছেন আলোর ছাপ যেমন, তেমন তাঁর গল্পেও। এই উত্তরণে নারী অবস্থান চিহ্নিত হল কটি পর্বে।

প্রথম পর্ব. শিক্ষার আলোক : এই পর্যায় কয়েকটি দিক :

ক : স্বল্পশিক্ষিত নারী – রবীন্দ্রনাথের গল্পে স্বল্পশিক্ষিত নারীর দেখা মেলে পোস্টমাস্টার (১২৯৮, হিতবাদী), একরাত্রি (১২৯৯, সাধনা), সমাপ্তি (১৩০০), সাধনা। হৈমন্তী (১৩২১, সবুজপত্র), পয়লা নম্বর (১৩২৪, সবুজপত্র) প্রভৃতি গল্পে।

'পোস্টমাস্টার' গল্পটি লেখা হয়েছে পদ্মাপর্বে। সে সময় রবীন্দ্রনাথ জমিদারি পরিদর্শন করতে তখন ঘুরছেন বোটে, প্রিয়া-পদ্মা সান্নিধ্য। পথিমধ্যে সাজাদপুর, পতিসর, শিলাইদহ। এছাড়াও বহু গ্রাম আসে নদীপথে যাত্রাকালে বহু

প্রজার মুখে জীবন কাহিনির গল্প শোনেন। পোস্টমাস্টার আসতেন রবীন্দ্রনাথের কাছে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে। সাজাদপুর থেকে ২৯শে জুন, ১৮৯২ সালে লেখেন রবীন্দ্রনাথ,

> "এই লোকটির সঙ্গে আমাদের একটি বিশেষ যোগ আছে।যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির একতলা একটি পোস্ট অপিস্ ছিল আমি এঁকে প্রতিদিন দেখতে পেতুম তখনই আমি একদিন এই দুপুরবেলায় এই দোতলায় বসে সেই পোস্টমাস্টারের গল্পটি লিখেছিলুম এবং যখন সেই গল্পটি হিতবাদীতে বেরল তখন আমাদের পোস্টমাস্টার বাবু তার উল্লেখ করে বিস্তর লজ্জামিশ্রিত হাস্য বিস্তার করেছিলেন।"[১]

কিন্তু কুঠিবাড়ির পোস্টমাস্টারের সঙ্গে গল্পের পোস্টমাস্টারের কোন মিল নেই। গল্পের পোস্টমাস্টার শহর থেকে উলাপুরে গেছেন চাকরি নিয়ে। সঙ্গীসাথী কেউ নেই তার। গল্প করার লোক তেমন নেই। বালিকা রতন পোস্টমাস্টারের সব কাজ করে দেয়। বর্ষাকালে সম্পর্ক রহিত প্রতিবেশী আর ম্যালেরিয়া সঙ্গে জোড়ে। অসুস্থ অবস্থায় রতন মা হয়ে সেবা করে পোস্টমাস্টারকে। জ্বর সারায় সেবা দিয়ে। তার আগেই পোস্টমাস্টার রতনকে পড়াতেন। খুঙ্গিপুঁথি নিয়ে পড়তে দেখা যায় রতনকে। এমনি করে স্বর 'অ' এর সঙ্গে আ'কার যুক্ত হয়ে রতনের বর্ণপরিচয় ঘটে। রবীন্দ্রনাথ এই গল্প লেখার সময় দশ বছর বিবাহিত। তাঁর পত্নী মৃণালিণী সম্পর্কে জানা যায়,

> "গ্রামে একটি পাঠশালা ছিল, এই পাঠশালায় মৃণালিণীর বিদ্যাশিক্ষার সূত্রপাত হয়।"[২]

এই বৃত্তে অবস্থান না করলেও রবীন্দ্র পরিবারের বধূরা শ্বশুরবাড়ি এসে শিক্ষিত অনেকটাই হতেন। এইখানেই মিল গল্পের রতনের সঙ্গে রবীন্দ্র জীবনের নারীদের।

'একরাত্রি' গল্পে সুরবালাকে পাঠশালাতে পড়তে দেখা যায়। নায়কের বয়ান, "সুরবালার সঙ্গে একত্রে পাঠশালায় গিয়াছি।"[৩]

'সমাপ্তি' গল্পে মৃন্ময়ী ভাল করে চিঠি লিখতে পারেনি। তার অক্ষর ছিল আঁকাবাঁকা। বানান ছিল ভুল।ভাবপ্রকাশে ছিল অক্ষম। 'সমাপ্তি' গল্পের আর একটি মেয়ে, যাকে অপূর্ব বিয়ের জন্য নির্বাচন করতে গেছিল, সে কিছু লেখাপড়া করেছিল। দেখতে গিয়ে, 'অপূর্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল,

> "তুমি কী পড়। বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তুপের নিকট হইতে তাহার কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। দুই-তিনবার প্রশ্ন এবং প্রৌঢ়া দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মৃদুস্বরে এক নিশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস।"[৪]

অন্যদিকে ভাল করে চিঠি লিখতে পারত না মৃন্ময়ী। লেখক জানান, 'অপূর্ব বলিয়া গিয়াছিল, 'তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না। মৃন্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব তাহাকে যে সোনালি-পাড়-দেওয়া রঙিন কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোটো বড়ো করিয়া উপরে কোনো সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল, 'তুমি আমাকে চিঠি লিখ না কেন। তুমি কেমন আছ, আর তুমি বাড়ি এসো।' আর কী বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সবগুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর একটু বাহুল্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। মৃন্ময়ীও তাহা বুঝিল; এইজন্য আরও অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিল—

> "এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এসো, মা ভালো আছেন, বিশু পুটি ভালো আছে, কাল আমাদের কালো গোরুর বাছুর হয়েছে।' এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফায় মুড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোঁটা করিয়া মনের ভালোবাসা দিয়া লিখিল, শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্বকৃষ্ণ রায়। ভালোবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না। - লেফাফায় নামটুকু ব্যতীত আরও যে কিছু লেখা আবশ্যক মৃন্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশুড়ি অথবা আর-কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে, সেই লজ্জায় চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।"[৫]

'মেঘরৌদ্রে'র গিরিবালা ভাইদের মত পড়ার সুযোগ পায়নি।কিন্তু গ্রামে শশীভূষণ তাঁকে শিক্ষা দেয় কিছুটা। ছিন্নপত্রর একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ 'মেঘরৌদ্র' গল্প সৃজনের কথা লিখেছেন। এই গল্পের উল্লেখ ১০৬ নম্বর পত্রে, ২৭ শে জুন, ১৮৯৪ সনে,

> "আজ সকালবেলায় তাই গিরিবালা নাম্নী উজ্জ্বলশ্যামবর্ণা মেয়েকে আমার কল্পনারাজ্যে অবতারণা করা গেছে।"[৬]

'হৈমন্তী' গল্পে হৈমন্তী পত্র লিখত বাবাকে শ্বশুরবাড়িতে থেকেই। যদিও তার এই পত্র পরে শ্বশুরবাড়ির লোক পড়ত। সে কি লিখছে, দেখার জন্য। এর ফলে পত্র মাধ্যমে বাবার সঙ্গে বিনিময় বন্ধ হয়ে যায়। এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ কনিষ্ঠা কন্যা মীরাদেবীকে লেখেন, 'তোর কলম বোধহয় বন্ধ আছে?"[৭]

'পয়লা নম্বর' গল্পে নায়িকা লেখাপড়া শিখেছে বোঝা যায়, ফর্দ প্রস্তুত করতে দেখে। সীতাংশুমৌলী তাকে চিঠি দিত, পড়তে জানে বলেই। শুধু তাই নয়, ভাইয়ের পড়ার দায়িত্ব অনিলার ছিল। রুলি পলা ছাড়া সব কিছু ফেলে সে যখন চলে গেছিল স্বামীকে ছেড়ে, স্বামীকে লিখেছিল, "আমাকে খোঁজার চেষ্টা কোরো না, করলেও পাবে না।"[৮] ঠিক একই কথা লিখেছিল, প্রণয়প্রার্থী সীতাংশুমৌলীকে।

খ : উচ্চশিক্ষিত নারী - রবীন্দ্রনাথের গল্পের উচ্চশিক্ষিতা নারীরা কলেজে পড়ে। দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছে এদের কেউ কেউ। এই গল্পগুলি : 'অধ্যাপক' (১৩০৫, ভারতী), 'পাত্র ও পাত্রী' (১৩২৪), 'নামাঞ্জুর' (১৩২৪ প্রবাসী)। এই পর্বের গল্পগুলো লেখা অনেক পরে, ব্যতিক্রম অধ্যাপক। রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠিতে পিতা দেবেন্দ্রনাথ লেখেন,

> "ইংরেজি শিক্ষার জন্য বৌমাকে লরেটো হৌসে পাঠাইয়া দিবে। - তাহার স্কুলে যাইবার কাপড় ও স্কুলের মাসিক বেতন ১৫ টাকা সরকারী হইতে খরচ পড়িবে।"[৯]

'অধ্যাপক' গল্পে কিরণশশী দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষাতে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট। তুলনায় এই গল্পের নায়ক ফেল পর্যায়ে অবস্থান করেছে।

আবার 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পের দীপালি শিক্ষিতা। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, 'নন্দকৃষ্ণর বিধবা স্ত্রী - কোনো সমাজে স্থান পান নি বলে সম্পূর্ণ একলা থেকে এই মেয়েটিকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন।"[১০] 'নামাঞ্জুর গল্পে' অমিয়া কলেজে পড়ে। লেখক জানিয়েছেন, "অমিয়া কলেজে ভর্তি হবার উদ্যোগে আছে।"[১১]

গ : শিক্ষা সম্বন্ধীয় চাকরি - এই পর্বে আলোচিত তিনটি গল্প: অপরিচিতা (১৩২১, সবুজপত্র), প্রগতিসংহার (১৩৩২, প্রবাসী), শেষ পুরস্কার- (১৩৪২, বিশ্বভারতী)।

'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণী শিক্ষিকা হয়েছে।গহনা ওজনের লজ্জাকর পরিস্থিতি থেকে বাবা ডাক্তার শম্ভুনাথ বিয়েতে বাধা দেন। সে শিক্ষক হয় এবং পরবর্তীতে দেশমাতার সেবা করে।এবং যে পুরুষ তাকে বিয়ের আসরে গহনা ওজনের লজ্জা দিয়েছিল, ট্রেনের মধ্যে তাকেই জায়গা আছে বলে স্থান দেয়। ইংরেজের ফার্স্টক্লাসে বসা নিয়ে আপত্তিকে প্রতিবাদ করে।

অন্যদিকে 'পাত্র ও পাত্রী' গল্পে দীপালি শিক্ষিকা হতে চেয়েছে। রবীন্দ্র-ভাগিনী সরলাদেবী লিখেছেন নিজের কর্মক্ষেত্রে যোগদান বিষয়ে, "আমার মনের ভিতর ভারি একটা চাঞ্চল্য আসতে লাগল-ভাইদের মত স্বাধীন জীবিকা অর্জনের জন্য মাকে বাবামশায়কে বিরক্ত করে করে অবশেষে বাবামশায়ের সক্রোধ সম্মতি পেলাম।"[১২]

'প্রগতিসংহার' গল্পে অবশেষে সুরীতি শিক্ষিকর পদ গ্রহণ করে অন্যত্র পাড়ি দিয়েছে। শিক্ষিকা হবার আগে সরলাদেবী গেছিলেন মহীশূর ভ্রমণে। লিখেছেন,

> "আমি মহারাণী গার্লস স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা - নরসিং আয়েঙ্গার দরবার বক্সিকে একটি টেলিগ্রাম পাঠালুম।"[১৩]

যদিও সরলাদেবী গেছিলেন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জনের জন্য। আবার পরবর্তীকালে অনেকেই শিক্ষিকা হয়ে এসেছেন শান্তিনিকেতনে। লীলা মজুমদার লিখেছেন,

> "১৯৩১ সালে এম্ - এ পাশ করে শান্তিনিকেতন গেছি মাস্টারণী হয়ে। ওঁরা অবিশ্যি বলতেন অধ্যাপিকা।"[১৪]

'শেষ পুরস্কার' গল্পে মৃণালিনী স্কুল ইন্সপেক্টরের চাকরি করে।

দ্বিতীয় পর্ব. রাজনীতি ও নারী - মেঘ ও রৌদ্র (১৩০১, সাধনা), রাজটীকা (১৩০৫), বদনাম (১৩৪৮, প্রবাসী) গল্পের তিন নারী রাজনৈতিক ভাবে পুরুষ-সহযোগী।

ক : একক প্রতিবাদী নায়কের সহায়িকা - ‘মেঘ ও রৌদ্র’ গল্পে রাজনীতি - সহযোগী; প্রকারান্তরে নায়ক সহযোগী হয় গিরিবালা। গিরিবালা একক প্রতিবাদী শশীভূষণের সহযোগিতা করেছে। ছোটবেলাতে নায়েবকন্যা গিরিবালা পড়াশোনা বঞ্চিত ছিল। সে শিখতে পারেনি ভাইদের মত। বাবা ইংরেজ তোষক, আর গ্রামের শশীভূষণ অন্যায়ের বিরোধী। একক প্রতিবাদ করেন নানা সময় শশীভূষণ। অবশেষে জেল হয় তার। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে, বিধবা গিরিবালা নিজগৃহে স্থান দেয় শশীভূষণকে। গিরিবালার বাবা ইংরেজ - তোষক হলেও, সে শশীভূষণের আদর্শকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বাবার আদর্শকে নয়। ধারণ করেছে দেশের প্রতি শশীশেখরের আন্তরিক টান।ছোটবেলায় দেখা শশীভূষণের বড় বড় বই দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে নিজের ড্রইংরুমে।

খ : স্বদেশীর পক্ষে নারী - ‘রাজটীকা'র লাবণ্যলেখা কংগ্রেসের স্বদেশিয়ানায় বিশ্বাসী। বোন কিরণলেখাও। কিরণের সঙ্গে বিয়ে হয় নবেন্দুশেখরের। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা হয়। জাতীয় কংগ্রেসে যুক্ত ব্যক্তিরা অনেকেই বাড়িতে স্বদেশি পোশাক পরত। বাড়ির মেয়েরা খদ্দর শাড়ি পড়ত। ভারতে এই পরিবারের সংখ্যা কম ছিল না। লাবণ্যলেখার দাদা, প্রমথনাথ একদা ইংরেজ দ্বারা অপমানিত হয়েছিলেন।

> “অন্যদিকে আর একদল নানান রকম চাঁদা দিয়ে ইংরেজদের থেকে রায়বাহাদুর খেতাবের জন্য মরিয়া ছিল। কংগ্রেসের চাঁদার খাতাতে নাম লিখলে রায়বাহাদুর উপাধি লাভ দূর অস্ত।”[১৭]

নবেন্দুশেখর রায়বাহাদুর হতে চায়। শ্যালিকা লাবণ্যর ষড়যন্ত্রে নীলরতন তার থেকে চাঁদা নেয়। কাগজে লেখালেখি হয়। সমস্ত ঘটনাটি ঘটে বক্সারে লাবণ্যলেখার বাড়িতে। এবং লাবণ্যলেখা দেশের পক্ষে কংগ্রেসের পক্ষে তাকে নিয়ে আসে। ‘রাজটীকা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ লেখেন, “কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের অধিবেশন। তদুপলক্ষে নীলরতন সস্ত্রীক রাজধানীতে উপস্থিত হলেন। নবেন্দুও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিল। কলিকাতায় পদার্পণ করিবামাত্র কন্‌গ্রেসের দলবল নবেন্দুকে চতুর্দিকে ঘিরিয়া এটা প্রকাণ্ড তাণ্ডব শুরু করিয়া দিল। সম্মান সমাদর স্তুতিবাদের সীমা রহিল না। সকলেই বলিল, “আপনাদের মতো নায়কগণ দেশের কাজে যোগ না দিলে দেশের উপায় নাই।” ‘কথাটার যাথার্থ্য নবেন্দু আস্বীকার করিতে পারিলেন না, এবং গোলেমালে হঠাৎ কখন দেশের একজন অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন। কন্‌গ্রেস-সভায় যখন পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজাতীয় বিলাতি তারস্বরে ‘হিপ্ হিপ্ হুরে’ শব্দে তাঁহাকে উৎকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল। যথাকালে মহারাণীর জন্মদিন আসিল, নবেন্দুর রায়বাহাদুর খেতাব নিকটসমাগত মরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিল। সেদিন সায়াহ্নে লাবণ্যলেখা সমারোহে নবেন্দুকে নিমন্ত্রণপূর্বক তাঁহাকে নববস্ত্রে ভূষিত করিয়া স্বহস্তে তাঁহার ললাটে রক্তচন্দনের তিলক এবং প্রত্যেক শ্যালী তাঁহার কণ্ঠে একগাছি করিয়া স্বরচিত পুষ্পমালা পরাইয়া দিল। অরুণাম্বরবসনা অরুণলেখা সেদিন হাস্যে লজ্জায় এবং অলংকারে আড়াল হইতে ঝক্‌মক্ করিতে লাগিল। তাহার স্বেদাঞ্চিত লজ্জাশীতল হস্তে একটা গোড়েমালা দিয়া ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল কিন্তু সে কোনোমতে বশ মানিল না এবং সেই প্রধান মালাখানি নবেন্দুর কণ্ঠ কামনা করিয়া জনহীন নিশীথের জন্য গোপনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। শ্যালীরা নবেন্দুকে কহিল, “আজ আমরা তোমাকে রাজা করিয়া দিলাম। ভারতবর্ষে এমন সম্মান তুমি ছাড়া আর কাহারও সম্ভব হবে না। নবেন্দু ইহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাইল কি না তাহা তাহার অন্তঃকরণ আর অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, মরিবার পূর্বে সে রায় বাহাদুর হইবেই এবং তাহার মৃত্যু উপলক্ষে Englishman ও Pioneer সমস্বরে শোক করিতে ছাড়বে না। অতএব, ইতিমধ্যে three cheers for বাবু পূর্ণেন্দুশেখর! হিপ্ হিপ্ হুরে, হিপ্ হিপ্ হুরে, হিপ্ হিপ্ হুরে!”[১৮]

গ : নেত্রী - ‘নামঞ্জুর গল্পে’র খাদি আন্দোলনে সামিল অমিয়ার অগভীরতা লেখক দেখিয়েছেন। ‘নামঞ্জুর গল্পে’র পদসেবা করতে চেয়েছে অমিয়া তার দাদার। অমিয়া তার পিসির কাছে মানুষ। সে রাজনীতি করে, পিকেটিং করে। কলেজে ভর্তির আগেই জড়িত হয় রাজনীতিতে।

অন্যদিকে গান্ধীজি শান্তিনিকেতন বসবাসকালে রানি চন্দ তার সেবা করেছিলেন।যদিও তা রাজনৈতিক কারণে নয়।রানি আশ্রমকন্যা ছিলেন। লিখেছেন রানি চন্দ,

> "গান্ধীজী বললেন, রানী তুই পারবি না আমার খাবার করে দিতে? - বললাম, পারব। আমি এ দুদিন আভার সঙ্গে থেকে থেকে দেখে এসেছিলাম তিনি কী খান, কিভাবে তাঁর খাবার তৈরি হয়। কুকারে সেদ্ধ হয় আট আউন্স তরকারি- সব রকম মিলিয়ে- মায় পালং শাকও। সিদ্ধ হয় বারোটা খেঁজুর। ষোলো আউন্স ছাগলের দুধ জ্বাল দিয়ে কমাতে হয় চার আউন্সে। আট আউন্স কাঁচা তরকারি লাগে-গাজর মুলো শশা টমাটো। আর থাকে একটু ধনেপাতার চাটনি, আদা আর দুটো পাতি লেবুর রস। নারকেলও একটু। দুপুরে খাওয়ার পর গান্ধীজী এই চৌকিতেই শুয়ে পড়লেন। অল্প অল্প রোদ আসছিল তার পায়ের কাছে। তিনি আরামই পাচ্ছিলেন। এ সময় কেউ-না- কেউ ওর পা দুটি টিপে দেয়।"[১৯]

চার : বিপ্লবী-সহযোগী – 'বদনামে'র সদু সহিংস আন্দোলনে নিবেদিত এক বিপ্লবীকে সাহায্য করেছে। সদু অর্থাৎ সৌদামিনীর স্বামী পুলিশের লোক। তা সত্তেও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত বিপ্লবীকে রক্ষা করতে সে বদ্ধপরিকর। পরিবারের থেকেও বড় তার কাছে দেশ।অন্যদিকে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তনী মমতা দাশগুপ্ত লেখেন,

> "১৯৩৫এ গুরুদেব একবার লক্ষ্ণৌ আসেন। কতক্ষণই বা ছিলেন তিনি, কিন্তু সেই বাড়ির কথা তিনি কখনো ভোলেন নি। ১৯৩৬এ আমি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম। তখন একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি ও আমার মা গুরুদেবকে প্রণাম করতে গিয়াছি। তিনি হঠাৎ আমাদের দিকে তাকিয়ে গল্প বলতে শুরু করলেন। গৃহকর্তা অধ্যাপক গেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে এলাহাবাদে। গৃহিণী অত্যন্ত ব্যস্ত - এমন সময় বাইরের দরজায় কে জোরে আঘাত করল। দরজা খুলে দেখেন তেইশ চব্বিশ বছরের সুন্দর ছেলে বৃষ্টিতে ভিজে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। নানারকম আশঙ্কা সত্ত্বেও, গৃহিণী তাকে থাকতে দিলেন। পরদিন অধ্যাপক এলাহাবাদ থেকে এলেন। নিজের বাড়িতে পুলিশের সমাবেশ দেখে অবাক। পুলিশ কর্তা বললেন, দেখুন আপনার স্ত্রীটি তো কম নন। তিনি একজন এনার্কিস্ট পলাতক ছেলেকে আশ্রয় দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তাঁর যোগ আছে এতে।"[২০]

তৃতীয় পর্ব. লেখিকা নারী - ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে পুণায় রমাবাই-এর বক্তৃতা শুনে এবং বক্তৃতা প্রদানের সময় পুরুষ শ্রোতাদের দুর্ব্যবহারের প্রতিক্রিয়ায় রবীন্দ্রনাথ 'রমাবাইয়ের বক্তৃতা উপলক্ষে' রচিত 'পত্র - প্রবন্ধ'-এ লিখেছিলেন যে, মেয়েরা সকল বিষয়েই যদি পুরুষের সমকক্ষ, তা হলে পুরুষের প্রতি বিধাতার নিতান্ত অন্যায় অবিচার বলতে হয়। কেননা কতক বিষয়ে মেয়েরা পুরুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যেমন, রূপে ও অনেকগুলি হৃদয়ের ভাবে...। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন, ...প্রকৃতিতে একটা অর্থাৎ ক্ষতিপূরণের নিয়ম আছে। শারীরিক বিষয়ে আমরা যেমন বলে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমনই রূপে শ্রেষ্ঠ; অন্তঃকরণের বিষয়ে আমরা যেমন বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ, মেয়েরা তেমন হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ; তাই স্ত্রী-পুরুষ দুই জাতি পরস্পর পরস্পরকে অবলম্বন করতে পারছে।[২১]

অন্যদিকে রমাবাই যা বলতে চান তা হল, '

> "God has given every animal in this world the right to devolop itself and above all He has given this power to human beings; but women have been given no opportunities to develop. Self-helf is the best half, and the women must not depend s upon others."[২২]

রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীতে এই মত পরিবর্তন করেন। কিন্তু লেখিকা নারীরা রবীন্দ্রনাথের গল্পে কেউই আত্মপ্রতিষ্ঠা পাননি। রবীন্দ্রনাথ পত্নী মৃণালিণীদেবীকে সাজাদপুর থেকে লেখা চিঠিতে লেখেন,

> "রাজর্ষি যেখানা আমার হাতে ছিল সেইটাই ইন্সপেক্টরের হাতে দিয়েছি, নদিদির (স্বর্ণকুমারী) গল্পস্বল্প দিয়েছি।"[২৩]

এই পর্যায়ে আলোচিত খাতা (হিতবাদী) নষ্টনীড় (১৩০৮, ভারতী), দর্পহরণ (১৩০৯), স্ত্রীর পত্র (১৩২১, সবুজপত্র) ইত্যাদি।

ক : সংগ্রাহক নারী – 'খাতা' গল্পের মূল চরিত্র উমা মনের কথা খাতাতে যথাসম্ভব লিখত, বৈষ্ণবীর গান সংগ্রহ করত। কিন্তু শ্বশুরবাড়ি এসে তার খাতা কেড়ে নেয় স্বামী। নারী লিখলে বিধবা হবে সমাজের তখন এই বিশ্বাস ছিল।

খ : প্রাবন্ধিক – 'নষ্টনীড়' গল্পে চারুলতা প্রবন্ধ লিখত। এ ছাড়াও একটি পত্রিকা সম্পাদনার কথা ভেবেছিল সে। রবীন্দ্রনাথের পরিবারে সম্পাদক ছিলেন দিদি, বৌদিদি। লিখেছেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পর্কে,

> "বালকদের পাঠ্য একটি সচিত্র কাগজ বাহির করিবার জন্য মেজবৌঠাকুরানীর বিশেষ আগ্রহ জন্মিয়াছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল সুধীন্দ্র বলেন্দ্র প্রভৃতি আমাদের বাড়ির বালককগণ আপন আপন রচনা প্রকাশ করে।"[২৪]

সংগীত, নাটক ও সাহিত্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির পুরুষ সদস্যদের সৃষ্টিশীলতা স্বর্ণকুমারী দেবীকেও স্পর্শ করেছিল। এই সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই তিন ক্ষেত্রে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তাকে সাহায্য করছিলেন অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি থেকে জানা যায়, স্বামী জানকীনাথ ইংল্যান্ডে গেলে স্বর্ণকুমারী দেবী জোড়াসাঁকোয় এসে থাকতে শুরু করেছিলেন। এই সময় তিনিও তাদের সঙ্গে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় মেতে ওঠেন। জ্ঞানদানন্দিনী দেবী যখন পরিবারের প্রাচীন প্রথাগুলিকে ভেঙ্গে নারী স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করছিলেন, ঠিক সেই সময় স্বর্ণকুমারী দেবী সাহিত্য সাধনায় মগ্ন ছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনতলার ছাতে লেখা নিয়েই থাকতেন বেশিরভাগ সময়।

গ : কবি ও গল্পকার - 'দর্পহরণ' গল্পে নির্ঝরিনীও লিখত। হাতের লেখা ভাল ছিল তার। কবিতা ও গল্পরচনায় নির্ঝর সিদ্ধহস্ত ছিল। কিন্তু স্বামীর মনে ভয় ছিল, পাছে তার গর্ব হয়। এবং স্বামীকে আঘাত দেবে না বলেই গল্পের নির্ঝরিনী লেখক সত্তাকে বধূসত্তার মোড়কে ঢেকে রাখে। রবীন্দ্রনাথ প্রিয়ংবদা দেবী সম্পর্কে লেখেন এক চিঠিতে,

> "বাংলা সাহিত্যে প্রিয়ংবদার কবিতা স্বকীয় আসন লাভ করতে পারবে, কেননা সে অকৃত্রিম।"[২৫]

ঘ : ইতি কবিত্ব - 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণাল কবিতা লিখত লুকিয়ে, সেকথা তার শ্বশুরবাড়ির কেউ জানত না। কেট মিলেট তাঁর 'Sexual Politics' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য পিতৃতন্ত্রের মোট পাঁচটি ষড়যন্ত্রের মধ্যে প্রথমটি হল 'ভাবাদর্শগত' - যা পুরুষের হাতে ক্ষমতা বিস্তারের জন্য যে নিয়ম তৈরি করে তোলে, তা ক্রমশ সামাজীকিকরণের মাধ্যমে নারী-পুরষ উভয়ের দ্বারাই সহজভাবে গৃহীত হয়। পিতৃতন্ত্রের তৈরি মেজাজেই নারী তখন নিজের মানসিকতা তৈরি করে ফেলে। সেই প্রবণতা অনুসারে নারীর কাজ হল ঘর-সংসার দেখা, সন্তান পালন করা ইত্যাদি। আর পুরুষের কাজ হল বাইরের কাজ, রোজগারের কাজ। মিলেটের এই বক্তব্যের সঙ্গে হুবহু মিলিয়ে পড়ে নেওয়া যায় উনিশ শতকের নারী কবিদের অন্যতম গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'বঙ্গ মহিলাগণের হীনাবস্থা' কবিতাটি। কবিতাটিতে তিনি বিদ্যাভাবের কারণে বাঙালি মহিলাদের অন্তঃপুরের জীবনের সংকীর্ণতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ফলে, তারা সেঁজুতিব্রত পালনের মধ্য দিয়ে সতীনের মৃত্যুকামনা করেন। এর বিপরীতে রয়েছে ইউরোপের দৃষ্টান্ত—

> "দেখ ইউরোপ খণ্ডে যতেক কামিনী / বিদ্যাধন লভে সবে সদা আমোদিনী।"[২৬]

তার ফলে সেখানে কোনো মহিলা হচ্ছেন ডাক্তার, কেউ-বা উকিল। যদিও এর ঠিক পরেই তিনি বলেছেন,

> "সত্য বটে পুরুষের ধন উপার্জন,/করিয়া করিবে দারা-পুত্রের রক্ষণ।"[২৭]

গিরীন্দ্রমোহিনী তবু নিজেকে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন, মৃণালের মত 'সম্ভবা' হয়ে থাকেননি।

প্রাচীন ভারতে খনা, লীলাবতী, গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত একাধিক লেখিকা ছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকে যেন পুনর্জন্ম হল নারী লেখিকার। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় একাধিক নারী লেখিকার সন্ধান মিলল। স্বর্ণকুমারী থেকে রোকেয়া তো বিখ্যাত ছিলেন। পরবর্তীকালে যদিও কবি কামিনী রায়, প্রিয়ংবদা দেবীসহ অনেকেই এসেছেন কবিমঞ্চে।

চতুর্থ পর্ব. মানবতার পক্ষে নারী – রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন মানবধর্মের উপর। বিশ্বাস করতেন, তবু মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। এই পর্বের তিনটি গল্পে ধর্ম, প্রকৃতি, প্রাণীর উপর নারীর মানবতার পরিচয় মেলে। রবীন্দ্রনাথ মানবতা ও নারীকে, প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেমকে স্থাপন করেছেন।

আলোচ্য তিনটি গল্প : অনধিকার প্রবেশ (১৩০১, সাধনা), বলাই (১৩৩৫ প্রবাসী) মুসলমানীর গল্প (১৩৬২, ঋতুপত্র)।

ক : অবলার জীবরক্ষায় - 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পে জয়কালী মন্দিরে পূজা করে। জয়কালী কট্টর। অথচ শূকরকে কাটার জন্য একদল তাড়া করলে, মন্দিরে ছানাটি প্রাণভয়ে ভীত হয়ে আত্মগোপন করলে রক্ষা করে জয়কালী।ইন্দিরা

দেবীকে একটি পত্রে রবীন্দ্রনাথ নিজ কন্যা বেলার সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'খোকা সেদিন একটা পিঁপড়ে মারতে যাচ্ছিল দেখে ও (বেলি) নিষেধ করবার মত চেষ্টার করলে। - আমার ছোটবেলার ঠিক ঐরকম ভাব ছিল, কীটপতঙ্গকে কষ্ট দেওয়ার আমি সহ্য করতে পারতুম না। কিন্তু বড় হয়ে তার চেয়ে কত কঠিন হয়ে গেছি। মনে আছে তখন পরদুঃখে মর্মান্তিক ক্লেশ পেতুম। বেলা বড় হয়ে গেলে কি এইরকম ক্রমশ কঠিন হয়ে আসবে।

> "২৮ বেলিকে এরকম না দেখা গেলেও কনিষ্ঠাকন্যা মীরাদেবীকে কীটপতঙ্গের প্রতি মায়া করতে দেখা যায় না। মীরা যখন শান্তিনিকেতনে থাকতেন, বাগান করতেন। একদিন রানি চন্দ দেখেন গাছের পাতা খেয়ে নিলে মীরাদি 'ক্যাটারপিলারকে পিষে নিশ্চিহ্ন করে দেন।"[২৯]

খ : প্রকৃতি সহযোগী - 'বলাই' গল্পে গাছ কাটার বিরুদ্ধে কাকিকে নীরব প্রতিবাদীর ভূমিকায় দেখা যায়। বলাই ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদলে। বাস্তবে বলেন্দ্রনাথ মৃণালিনী দেবীর কাছে মাতৃস্নেহ পেতেন।বলেন্দ্রনাথের বাবা বীরেন্দ্রনাথ প্রায় মনোবিকারের ভুগতেন। অল্পবয়সে তিনি মারা যান।মা রোগগ্রস্ত থাকতেন। শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ তথা কাকার পরিবারের সঙ্গে বলেন্দ্রনাথ যেতেন। ছিন্নপত্রর ১০ সংখ্যক পত্রে বলেন্দ্রনাথ তথা বলু, মৃণালিনী ও চিত্তরঞ্জন দাশের বোন অমলার চরে হারিয়ে যাবার প্রসঙ্গ আছে। অন্যদিকে রানি চন্দ লিখেছেন মীরা দেবীর গাছের প্রতি যত্ন প্রসঙ্গে,

> "বাগান মীরাদির প্রাণ। খুব যে অজস্র ফুল কিংবা দুর্লভ বৃক্ষ তা নয়। - মীরাদির বাগানের প্রতিটা পাতা মীরাদি ধোন, মোছেন; পরে ইস্ত্রি করেন।"[৩০]

বলাই একটি শিমূল গাছকে সন্তান স্নেহে মানুষ করেছিল। সে দেরাদুনে পড়তে গেলে নিঃসন্তান কাকির সঙ্গী ছিল এই গাছ। গাছটি ছিল তার দোসর। বলাইয়ের বাবা ছেলেকে লন্ডন পড়তে নিয়ে যাবেন, তাই বলাই গাছটির একটি ফটোগ্রাফ চেয়ে পাঠায়।কাকি যখন জানলন, গাছটি কাটা হয়ে গেছে তখন বলাইয়ের দোসরবিয়োগে তিনি অন্নজল দিলেন না মুখে।

গ : বিবাহ ও ধর্মান্তর - 'মুসলমানীর গল্প' রবীন্দ্রনাথ খসড়া আকারে লেখেন জীব্বদশায় **১৯৪১** সালে, জুন মাসে।পরে 'ঋতুপত্র' প্রকাশিত হয় গল্পটি। গল্পে হিন্দু নারীর বিয়ে হয় মুসলিম পরিবারে। যদিও তার কারণ ছিল। স্বামীগৃহে যাত্রাপথে দস্যু মধুমোঙলা দ্বারা অপহৃত হতে গিয়ে কমলা পয়গম্বর বলে খ্যাত হবিব খাঁর দ্বারা রক্ষা পায়। মুসলমান রক্ষা করেছে এই অজুহাতে পিতৃমাতৃহীন কমলা আর আশ্রয় পায় না কাকির কাছে, শ্বশুরবাড়িতেও স্থান হয় না। তখন হবিব খাঁ মুসলিম হলেও কমলাকে ঘরে নিয়ে যান ও কন্যাস্নেহে যত্নে ঘরে স্থান দেন। বৃদ্ধর মেজপুত্র পরে কমলার প্রতি অনুরক্ত হলে বৃদ্ধ হাবিব খাঁ তার সঙ্গে বিয়ে দেন। পরে কমলার পুজোর জন্য আলাদা এক মহল তৈরি করে দেন। কাকার কন্যা বিবাহ হয়ে শ্বশুরবাড়ি যাত্রার পথে আবার দস্যু মধুমোঙলা দ্বারা আক্রান্ত হলে, কমলা রক্ষা করে বোনকে এবং বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বলে বোনকে। কাকার 'জাত যাবে' বলে পা স্পর্শ করে না। কমলা মুসলমানী দিদির কর্তব্য করে এবং বলে যে, সব বিপদে এই দিদি তাকে রক্ষা করবে। এ কথা জানিয়ে লাল চেলি দিয়ে আর্শিবাদ করে বোনকে।বিবাহ কি পথ অপ্রীতিকর সাম্প্রদায়িক বিরোধিতা রক্ষায়? ব্যক্তিজীবনে মুসলিম আকুল সরকার ও হিন্দু লতা ভদ্রের বিয়েতে অশান্তি দেখা দিলে আর্শিবাদ করে চিঠি দেন রবীন্দ্রনাথ। প্রশান্তকুমার পাল জানান,

> "নবীপুরের আকুল সরকার ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু বাউল ভদ্রের কন্যা মৃণালমৃদুল লতা (ডাক নাম লতা) ভদ্র পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গোপনে বিবাহ করেন। বাউল ভদ্র ছিলেন মুড়াপাড়ার ব্যানার্জি জমিদারের প্রজা। তিনি জমিদারের কাছে অভিযোগ করেন যে আকুল সরকার জোর করে তাঁর কন্যাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করে বিবাহ করেছে। জমিদার ও ম্যানেজার রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় আকুল সরকারকে শাস্তি দিতে কৃতসংকল্প হন এবং আকুল সরকারও তাঁদের বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন। - রবীন্দ্রনাথ সাজাদপুর এসেই এই ঘটনার কথা শোনেন এবং আকুল সরকার ও লতার সঙ্গে কথা বলে তাঁদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। লেখেন, সমাজ প্রাচীর গড়ে হৃদয় অনায়াসেই সে প্রাচীর অতিক্রম করতে পারে।"[৩১]

পঞ্চম পর্ব. বিজ্ঞান ভাবনা ও নারী – নারী ও বিজ্ঞানকে একাসনে বসিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তিনসঙ্গীর গল্পগুলিতে। উনিশ শতকে রোকেয়া ও স্বর্ণকুমারীর লেখাতে বিজ্ঞান ভাবনা এসেছে। তখন বাঙালি বিজ্ঞানচর্চার অগ্রসর হচ্ছিল - বসু বিজ্ঞান মন্দির, ভারতে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপন তার দৃষ্টান্ত। ১৯০২ সনে জগদীশচন্দ্র দেশে ফেরেন। ভারত সংগীত সমাজ ২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯০২ সনে জগদীশচন্দ্রের সংবর্ধনা দেয়। সেই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ - জয় হোক তব জয় হোক- কবিতাটি লেখেন। তার অংশ,

"বহুদিন হতে ভারতের বাণী
আছিল নীরবে অপমান মানি'
তুমি তারে আজ জাগায়ে তুলিয়া
রটালে বিশ্বময়।"[৩২]

রবীন্দ্রনাথ তিনসঙ্গীর তিন নারীকে বিজ্ঞানের সঙ্গীরূপে সৃষ্টি করেছেন। এই গল্পরা – 'শেষ কথা' (১৩৪৬), 'শনিবারের চিঠি', 'রবিবার' (১৩৪৭), 'ল্যাবরেটরী' (১৩৪৮, আনন্দবাজার পত্রিকা)। তিনি চেয়েছেন, বিজ্ঞানচর্চাতে এগিয়ে যায় যেন দেশ। এজন্য জগদীশচন্দ্রকে এই দরিদ্র দেশে কাজ করতেও বলেছেন। কিন্তু এই পর্বের দুটি গল্পে রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানীদের এই দেশেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন। নারী তাঁদের সহযোগী।

ক : দাদুর কর্মসঙ্গী - 'শেষ কথা' গল্পের অচিরা ভূতত্ত্ববিদ্ প্রেমিককে ফিরিয়ে দেয়। কর্মসঙ্গী করে বিজ্ঞানী দাদুকে।

খ : ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার অর্থ যোগান - 'রবিবার' গল্পের অভীক ইঞ্জিনিয়ার, বিভা তার প্রেমিকা।বিভার হার চুরি করে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে গেলে বিভা তাকে কিন্তু কিছু বলেনি। রবীন্দ্রনাথের ছাত্রী প্রীতি ভৌমিক জানান, প্রভাতকুমারর বোন কাত্যায়নী মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছোটকাকা হীরলাল রায়ের সঙ্গে এর বিয়ে হয়। প্রীতি ভৌমিক লিখেছেন, "ছোটকাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা।"[৩৩]

গ : বিজ্ঞান গবেষণাগার রক্ষয়িত্রী – 'ল্যাবরেটরী' গল্পে স্বামীর আদর্শ রক্ষার জন্য সমস্ত কিছু তুচ্ছ করে সোহিনী। বসু বিজ্ঞান মন্দির ১৯১৭ সালে এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের বেঙ্গল কেমিকাল ১৯০১ সনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সসত্যেন্দ্রনাথ বসুর বোসকণা তত্ত্বে বিশ্ব উদ্দীপিত। অন্যদিকে লেডি অবলা বসু, যিনি মাদ্রাজে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন কিন্তু অসুস্থতার কারণে মাঝপথে পড়া ছেড়ে দেন এবং পরবর্তীকালে তিনি জগদীশচন্দ্রের সহধর্মিনী হয়ে পাশে থেকেছেন। লন্ডন থেকে জগদীশচন্দ্রের সাফল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথকে এক পত্রে লেখেন অবলা বসু,

> "এতদিন পরে অধ্যাপক মহাশয়ের সমুদয় শ্রম সার্থক হইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে। botanist ও biologist-রা তাঁহার থিয়োরি অত্যন্ত আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছেন, কেবল physist-রা এখনও অগ্রসর হন নাই, সেজন্য বোধহয় France ও Germany তে যাইতে হইবে। আজকাল এখানকার বৈজ্ঞানিক যুবক সম্প্রদায় অধ্যাপক মহাশয়ের থিয়োরি লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছে— একজন আমাদের বাড়িতে অধ্যাপক মহাশয়ের অনুপস্থিতকালে ২ঘন্টা পর্য্যন্ত তাঁহাদের আনন্দ ও উৎসাহ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। তিনি বলিলেন Darwin biology কে revolutionize করিয়া দিয়াছেন তেমন prof. Bose's theory will revolutionize our whole idea of molecular physics."[৩৪]

সোহিনী নন্দকিশোরকে বিয়ে করেছিল। প্রচলিত অর্থে কেউ সৎ নয়। কিন্তু নন্দকিশোরের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে, সোহিনী আদর্শকে স্থান দেয় নিজ জীবনে, ল্যাবরেটরি রক্ষা করে। বিজ্ঞান সাধনা হবে তার ল্যাবরেটরিতে, সোহিনীর একমাত্র পণ সেটাই।

উপসংহার : সাহিত্য মানুষকে পথ দেখায়, চেনায়। প্রগতিশীল নারীর আলোকে রবীন্দ্রনাথ কিংবা রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পাওয়া আলোকিত নারী পথ দেখিয়েছেন যেমন, তেমন গল্পের নারীরা চিনিয়েছেন আলোকপথ, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই।

Reference :

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র, পত্রসংখ্যা-৬২, বিশ্বভারতী, বর্তমান সংস্করণ-১৩১৯, পৃ. ১১৮
২. পাল, প্রশান্তকুমার, রবিজীবনী প্রথম খণ্ড, আনন্দ, বর্তমান সংস্করণ- ১৩৮৯, পৃ. ৪৭
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বর্তমান সংস্করণ-১৩৯৫, পৃ. ৭২
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বর্তমান সংস্করণ- ১৩৯৫, পৃ. ১৫৩
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বর্তমান সংস্করণ-১৩৯৫, পৃ. ১৬১
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্র, প্রকাশক, ভাষা প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ, কলকাতা-১৩২৭, পৃ. ৯৮
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, মীরাকে লেখা চিঠি, চিঠিপত্র-৫ম খণ্ড (পত্র সংখ্যা-৫, ১লা আগস্ট, ১৩১৮, শান্তিনিকেতন), বিশ্বভারতী, প্রকাশ-১৩৫০, পৃ. ৫২
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বর্তমান সংস্করণ-১৩৯৫, পৃ. ৫৪৯
৯. পাল, প্রশান্তকুমার, রবিজীবনী প্রথম খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বর্তমান সংস্করণ-১৩৮৯, পৃ. ৪৮
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ৯ম খণ্ড, বর্তমান সংস্করণ-১৩৯৫, পৃ. ৫৫৮
১১. ঐ, পৃ. ৫৬৭
১২. সেন, অমিতা, শান্তিনিকেতনে আশ্রমকন্যা, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, বর্তমান সংস্করণ-১৩৯৪, পৃ. ১১৯
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বর্তমান সংস্করণ- ১৩৯৫, পৃ. ৫৫৯
১৪. দেবী, সরলা, জীবনের ঝরাপাতা, সুবর্ণরেখা, বর্তমান সংস্করণ-১৪১৪, পৃ. ১৫
১৫. ঐ
১৬. মজুমদার, লীলা, খেরোর খাতা, আনন্দ, বর্তমান সংস্করণ-১৪১৬, পৃ. ১৩
১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্ররচনাবলী, ৯ম খণ্ড পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বর্তমান সংস্করণ-১৩৯৫, পৃ. ২৯৬
১৮. ঐ
১৯. চন্দ, রানি, সব হতে আপন, বিশ্বভারতী, বর্তমান সংস্করণ-১৪০১, পৃ. ২০৯
২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গল্পগুচ্ছ-৪র্থ খণ্ড বিশ্বভারতী, বর্তমান সংস্করণ- ১৩৯৭, পৃ. ১০২৪, ১০২৫
২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সমাজ, রমাবাই-এর বক্তৃতা উপলক্ষে পত্র, বিশ্বভারতী, বর্তমান সংস্করণ-১৪১৪, পৃ. ১২
২২. Adhv Shamsundar Manohar, Pandita Ramabi, (liberation Of Indian Woman), The Christian Institute For The Study of Religion And Society, 1979 p. 23
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র-১ম খণ্ড বিশ্বভারতী, বর্তমান সংস্করণ-১৪২৫, পৃ. ১
২৪. পাল, প্রশান্তকুমার, রবিজীবনী, ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বর্তমান সংস্করণ-১৩৯৪, পৃ. ৪
২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, চিঠিপত্র-৮ম খণ্ড বিশ্বভারতী,বর্তমান সংস্করণ-১৩৯৯, পৃ. ৩১১
২৬. দাসী, গিরিন্দ্রমোহিনী - বঙ্গ মহিলাগণের হীনাবস্থা (গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, সম্পাদনা-বারিদবরণ ঘোষ, ভারবি, বর্তমান সংস্করণ-১৪০৮, পৃ. ২৪
২৭. ঐ
২৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ছিন্নপত্রাবলী, বিশ্বভারতী, বর্তমান সংস্করণ-১৩৬৭, পৃ. ৮৩
২৯. চন্দ, রানি, সব হতে আপন, বিশ্বভারতী, বর্তমান সংস্করণ-১৪০১, পৃ. ৪৩
৩০. চন্দ, রানি, সব হতে আপন, বিশ্বভারতী, বর্তমান সংস্করণ-১৪০১, পৃ. ৪৪২

৩১. পাল, প্রশান্তকুমার, রবিজীবনী, ৩য় খণ্ড, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বর্তমান সংস্করণ-১৩৯৪, পৃ. ১৩৮

৩২. বসু, অবলা, রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্র,(রবীন্দ্রনাথ ও জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী, পরিশিষ্ট-২), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, এ এম হারুণ-অর-রসিদ, বর্তমান সংস্করণ-১৩৭৭, পৃ. ১০৬

৩৩. ভৌমিক, প্রীতি: আমার থেকেও পণ্ডিত হবে: প্রীতিকে রবীন্দ্রনাথ (বসু হক নবনীতা, নেপথ্য নারীর নেপথ্য কথা), প্রিটোনিয়া- ১৪২৬, পৃ. ১৩

৩৪. বসু, অবলা, রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্র, (রবীন্দ্রনাথকে লেখা জগদীশচন্দ্র বসুর পত্রাবলী, পরিশিষ্ট-২), বাংলা একাডেমী, ঢাকা- এ এম হারুণ-অর-রসিদ, বর্তমান সংস্করণ-১৩৭৭, পৃ. ১০৬